



160647 - নামাযে কবিলা থেকে দৃষ্টি ফরোনোর প্রকারসমূহ

প্রশ্ন

আমি জানতে চাই— নামাযে কবিলা থেকে দৃষ্টি ফরোনো কি বিদিত; নাকি এটা নামাযকে বাতলি করে দেয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নামাযে কবিলা থেকে মুখ ফরোনো কয়ক প্রকার:

১- বুক দিয়ে ফরিতে তাকানো। তথা মুসল্লী তার বুককে কবিলার দিকে ফরিয়ে ফেলো। এভাবে ফরিলে নামায বাতলি হয়ে যাবে। কারণ কবিলামুখী থাকা নামায বশিদ্ধ হওয়ার অন্যতম একটী শর্ত।

আরো জানতে দেখুন (65853) নং প্রশ্নের উত্তর।

২- মাথা বা চোখ দিয়ে ফরিতে তাকানো; তবে শরীরকে কবিলামুখী রাখতে। এভাবে তাকানো মাকরুহ। তবে যদি কোনাে মুসলমি প্রয়োজনে এমনটা করে, তাহলে বধৈ। প্রয়োজন ছাড়া করলে নামাযের নকী কমে যাবে। তবে নামায সঠিকি হবে; বাতলি হয়ে যাবে না।

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়্যা (২৭/১০৯)-তে এসছে: “নামাযে ভিন্ন দিকে তাকানো মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহদের মাঝে কোনাে মতভদে নহৈ। কারণ আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: আমিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে ভিন্ন দিকে তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: “এটা এক ধরনের ছনিতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামায থেকে অংশ বশিষে ছনিয়ে নেয়।”[বুখারী (৭৫১)] অপছন্দনীয় তথা মাকরুহ হওয়ার বিষয়টি প্রয়োজন কথিবা ওজর না থাকার সাথে সম্পৃক্ত। কনিতু যদি প্রয়োজন থাকে; যমেন: নিজের জীবন বা সম্পদের ব্যাপারে শঙ্কতি থাকলে মাকরুহ হবে না।”[সমাপ্ত]

‘ফাতাওয়াল-লাজনা আদ-দাইমাহ’ (৭/২৭)-তে এসছে: “নামাযে এদকি-ওদকি তাকানো মাকরুহ। এটি নামাযের নকী কমিয়ে দেয়। তবে কটে যদি নামাযে এদকি-সদকি তাকায় তাহলে তার জন্য নামায পুনরায় পড়া আবশ্যিক নয়। কারণ অন্যান্য হাদীসে প্রমাণতি হয়ছে যে প্রয়োজন পড়লে এদকি-ওদকি দৃষ্টিপাত করা বধৈ। সুতরাং জানা গেলে যে এতে করে নামায বাতলি হবে না।”[সমাপ্ত]



অনকে হাদীসে প্রয়োজন থাকলে নামাযে এদকি-ওদকি তাকানোর বধিতার কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে একটা হল মুসলমি বর্ণতি (৪৩১) হাদীস, জাবরে রাদয়াল্লাহু আনহু বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হওয়ার পর আমরা তার পছনে নামায পড়লাম। তিনি তখন বসে নামায পড়ছিলেন। আবু বকর রাদয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে তার তাকবীর জেরে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি আমাদের দকি তাকয়ি আমাদরেকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন তিনি আমাদরেকে ইশারা করলে আমরা বসে গেলোম। আমরাও তার সাথে বসে নামায পড়লাম।”

আবু দাউদ (৯১৬) বর্ণনা করেন, সাহল ইবনুল হানযালয়িযা রাদয়াল্লাহু আনহু বলেন: “একবার ফজররে নামাযরে ইকামত দেওয়া হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়া শুরু করলেন। নামাযরত অবস্থায় তিনি গরিপিথরে দকি তাকয়ি ছিলেন।” আবু দাউদ বলেন: “তিনি গরিপিথ পাহারা দেওয়ার জন্য রাত্রে এক অশ্বারোহীকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন।” [শাইখ আলবানী হাদীসটকি ‘সহীহ আবু দাউদ’ বইয়ে সহীহ বলছেন]

শাইখ ইবনে বায রাহমিহুল্লাহ বলেন: “ওয়াসওয়াসার কারণে বতিড়তি শয়তান থেকে আশ্রয় লাভরে জন্য নামাযে কোনে দকি ফরি তাকাতে সমস্যা নই। বরং খুব প্রয়োজন হলে শুধু মাথা দিয়ে ফরি তাকানো মুস্তাহাব।”[সমাপ্ত][মাজমু ফাতাওয়া ইবনে বায (১১/১৩০)]

৩- তৃতীয় আরকে প্রকার তাকানো আছে; সটো হল নামাযে অন্তর দিয়ে কোনে কছি চন্তা করায় ব্যস্ত হয়ে পড়া; নামাযে মনোযোগ না দেওয়া।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিহুল্লাহ বলেন: “জনে রাখুন, ফরি তাকানো দুই ধরনরে:

১- ইন্দরয়িগত দৃষ্টি ফরিনে। এটা হলো মাথা ফরিনে।

২- অন্তরদৃষ্টি ফরিনে। এটা হল মনরে ভতের আসা নানান ভাবনা ও সংশয়ে ডুবে যাওয়া। এটা থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। এর নরিময় কী য়ে কঠনি! খুব কম মানুষই এর থেকে নরিপদ! এটা নামাযরে সওয়াব হ্রাস করে। হায়! এটা যদি আংশকি হত! কন্তি এটা নামাযরে শুরু থেকে শেষে পর্যন্ত চলতে থাকে। এটাকে এক ধরনরে ছনিতাই বলা সাজে। শয়তান বান্দার নামাযরে কছি ছনিতাই করে নিয়ে যায়।”[সমাপ্ত][আশ-শারহুল মুমতী (৩/৭০)]

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।